জাল

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে আমি যে রামলাল ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, তা আমি এখনো বলতে পারি না।হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘুরছিলাম জীবিকা অর্জনের চেষ্টায়। সামান্য অবস্থার গৃহস্থের ছেলে, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে অর্থউপার্জনের ব্যাপারে কত জায়গায় না গিয়েছি। কে যেন বলেছিল, হর্তুকি আমলকি বয়ড়া চালান দিলে অনেক লাভহয়। তারই সন্ধানে ঘুরছি, রামগড় থেকে দামোদর নদ পারহয়ে—ক্রমোচ্চ মালভূমির অরণ্যসঙ্কুল পথে পথে।

জল খাবো। বেজায় তৃষ্ণা। সে পাহাড়ের আর বনের অপূর্ব শোভার মধ্যে, বনজকুসুম-সুবাস ভেসে আসতে পারে বাতাসে, কিন্তু জলের সঙ্গে খোঁজ নেই।

রাঁচির লাল মোটর-সার্ভিসের বাসগুলো মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় একটা বড় বাড়িদেখলাম রাস্তা থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে। বিস্মিত যে নাহয়েছিলাম এমন নয়। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে অন্তত দু'লক্ষটাকা খরচ করে বাড়ি করলে কে—তার আবার মস্ত-বড় তোরণ, সাঁচীস্তুপের তোরণের অনুকরণে। তার ওপরে হিন্দিতেলেখা—'ভরহেচ্ নগর।

সে কি ব্যাপার ?

নগর কোথায় এখানে ?একখানা তো বড় বাড়ি ঐ অদূরেশোভা পাচ্ছে।

যাক্ গে, আমার তৃষ্ণার জল এক ঘটি পেলেই মিটেগেল।

ভরহেচ্ নগরের বিশাল তোরণ অতিক্রম করে প্রশস্তরাজপথে পদচারণা করতে করতে প্রাসাদের মর্মরখচিতপ্রশস্ত অলিন্দে গিয়ে সোজা উঠে পড়ি। এত-বড়-নগরীতেজনসমাগম তেমন যে খুব বিপুল তা নয়। এ পর্যন্ত পুড়িয়েখেতে একটি প্রাণীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি।

এখন দেখছি, ওই যে একটি বুড়োমত মানুষ বৈঠকখানায়বসে আছে বটে...

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, থোড়া জলপিনে মাংতা।

বৃদ্ধ লোকটি আমার দিকে চেয়ে দেখেই ব্যস্ত হয়েউঠলো—ও, আপ্ পানি পিয়েঙ্গে ?এই ভগীরথ, ই-ধারআও—আপ আইয়ে বৈঠিয়ে—আপ্ বাঙালি ?আসুন, আসুন—বসেন। আমার বড়বাজারে কারবার ছিল। বাংলা জানি, বসেন।

এইভাবে রামলাল ব্রাহ্মণেরসঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

—এই ভগীরথ, থোড়া পানি তো আগে পিলাওবাবুজিকো। চা খান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এই ভগীরথ, সাবিত্রীকো বোলো চা বানানেকে লিয়ে।ভালো হয়ে বসুন। আপনার নাম কি আছে ?

—আমার নাম হিতেন্দ্রনাথ কুশারী—দেশ বসিরহাট, চব্বিশ পরগণা।

—কুশারী ?ব্রাহ্মণ আছে তো ?না কি আছে ?

—ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীশ্রেণী।

—ঠিক আছে। নোমোস্কার। আমিও ব্রাহ্মণ আছি, আমার নাম রামলাল ব্রাহ্মণ, দেশ ভরহেচ্ নগর, বিকানীর।

—ও, তাই বুঝি...

—ঠিক ধরিয়েছেন। বাঙালি জাত বড় বুদ্ধিমান আছে।কথা গির নেসে মালুম করলেতা হ্যাঁয়। এ জায়গাটা আচ্ছালাগে। বন আছে চারদিকে। গোলমাল নেই। তুলসীজিবলিয়েছেন, দণ্ডক-বনের শোভা কি রকম আছে ?

—

শোভিত দণ্ডক বন কি রুচি বনী

ডাঁতিন ডাঁতিন সুন্দর ধনী।

কুছু বুঝলেন ?দণ্ডক-কাননের বড় শোভা আছে। বৃচ্ছ, ফল-পাত্তিসে খুব সুন্দর। রামায়ণের কথা আছে। তা এইজায়গাটা তেমনি লাগে হামার। দেড়শো বিঘে লিয়েছি এখানেবহুৎ সুবিস্তাসে। তিশ্ টাকা বিঘা।

—বলেন কি !

—কেন না হোবে ?বাঘ ভালু ছাড়া এখান বাস করবে কে

—কার জমি ?

—শিরোহির এক মৌজাদারের। ধরতীনারায়ণ মুন্সি, পুরুলিয়ায় কারবার-ভি আছে। ওখানেই থাকে।

জল এলো। আমি বাইরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে জলপান করলাম। শরীর ঠাণ্ডা হল। শুধু জল নিয়ে আসার জন্যে শুনলাম রামলাল ব্রাহ্মণ চাকরকে তাড়না করছে খাঁটি ঠেঁটহিন্দিতে, যার মর্ম হল—তোমার মগজে কোনো বুদ্ধি নেই।চবুতারায় ভদ্রলোক এলো, তুমি শুধু এক লোটা পানি...কেন, এক মুঠো শুখা বুটও কি ছিল না ঘরে ?এই রকম আদব শিক্ষাহচ্ছে তোমার দিন দিন ?মাইজিকে কিংবা রংধারীমাইকেজিগ্যেস করলে না কেন ?

আমি জল খেয়ে ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ কথা বন্ধ করে দিলে চাকরের সঙ্গে। আমার দিকে চেয়ে বললে—আউর পিয়েঙ্গে ?নেহি ?ঠিক আছে।...পান ?

—পান চলে, তবে থাক্ সে এখন।

—আচ্ছা, থোড়া মিঠাই তো খা-লিজিয়ে ! ও সাবিত্রী—

সাবিত্রী কোনো বড় মেয়ের নাম নয়। আট-নয় বছরেরএকটি ফুটফুটে মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটা থালায় সাত-আটটা বড় বড় লাড়ু নিয়ে, বুঁদের লাড্ডু।

লাড্ডুগুলোর চেহারা এমন লোভনীয়, গা থেকে ঘি যেনঝরে পড়ছে—কিশমিশ বাদাম দেখা যাচ্ছে লাড্ডুর গায়ে। বৃদ্ধআমাকে পাঁচ-ছটা লাড্ডু খাইয়ে তবে ছাড়লে। ওর ভদ্রতাআমাকে মুগ্ধ করলো। আমি বাইরের লোক, সম্পূর্ণ অপরিচিত, জল খেতে চেয়েছিলাম এই মাত্র সম্বন্ধ।

এইবার আমি বিদায় নিতে উদ্যত হলাম, বৃদ্ধ সে-কথায়কানও দিলে না।

—আরে কোথায় যাবেন আপনি ?নেহিযাইয়ে-গা আজ।জংলী পথ, শেরকা বড় ডর। আজ তো নেহি জানা চাহিয়ে।

—সে কি ! আমি যাবো না ?

—থোড়া নাস্তা কর্ লেন, দাল-রোটি খান, গপ্সপ্করুন। যাবেন—আমার মোটর আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবেহাজারীবাগ্মে।

মোট কথা এই যে, আমার সেদিন যাওয়া হল না।বিকেলবেলা আমাকে নিয়ে বৃদ্ধ ওদের ভরহেচ্ নগরেরপশ্চিমপ্রান্তে বেড়াতে গেল। কি অপূর্ব শোভা চারিদিকে !কম্ব্রিটাস লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা প্রাচীনশালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে।বনের মধ্যে ধনেশ পাখি কু-স্বরে ডাকছে, বড় শম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জন চারিধার...মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক-একটিকাব্য। শুধুই সবুজ বনশীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরিশিখরদেশ, অস্ত-দিগন্তের সিঁদুর-ছোঁয়া....

রামলাল ব্রাহ্মণ বললে, এখানে বহুত জমিন আমি লিয়েছে। কলকাত্তা-মে বড়া ধকল আউর ঘিঞ্জি। এখানে জমিনলিয়ে বাড়ি করিয়েছে, কিন্তু ভালা আদমি নেই। বাঙ্গালিলোকআনেসে হাম জমি মুফৎ-সে দে দেঙ্গে। আপনারা আসবেন ?

—তা আমি বলে দেখতে পারি।

—হ্যাঁ, জরুর দেখিয়ে গা। এক পয়সা দাম হাম্ নেহিলেঙ্গে। তিন-তিন বিঘা দে দেঙ্গে হর-এক ফ্যামিলিকো।

—বেশ। অপনাদের এখানে কতজন লোক থাকে ?

—এই দশ-বারোঠো আদমি রহতা হ্যাঁয়। নৌকর চাকর লে-কর-কে। লোক নেই, ঐ আমার বড় দুঃখু আছে।

—আমি বলে দেখবো, আসতে পারে, অনেকে জমি তো পাচ্চেই না। দশ-বিশগুণ দাম দিয়ে জমি কিনেচে।

—একপয়সানেহি দেনে হোগা। যেত্না জমি মাঙ্গে, ওহাম দে দেঙ্গে। আপনি আসুন না ?আপনি এলে পাঁচ বিঘা জমি দেবো।

আমি জমি কি করবো এখানে ?অবস্থা এমন কিছু ভালোনয় যে, জমি কিনে বাড়ি করবো !কাকেনিয়েইবাঘর পাতবো ?আমি হচ্চি ভবঘুরে ক্লাসের লোক। জমি-বাড়ি আমার জন্যেনয়। কথাটা বলেই ফেল্লাম।

বৃদ্ধ বললে—আপনি সাদি করেন নি ?

—না।

ঘরমে কৌন্ হ্যাঁয় ?

—কাকা আছেন, তার ছেলেরা আছে।

—মা-বাপ-ভি নেহি ?

—কিছু না।

—এখানে কোথায় যাচ্চেন ?

—কোথাও না। ব্যবসা করবো বলে দেখে বেড়াচ্ছি।

রামলাল হেসে বললে—কুছু-কুছু লিখাপড়া তোজানেন ?

—তা জানি।

—ব্যস, তবে মিটেই গেল তো। আপনি আমার এখানেআসুন। ...সম্জা ?

—কি সম্জাবো ?এখানে কি করে থাকবো, থাকলে পেট চলবে কোথা থেকে ?খাবো কি ?

বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠে বললে—খাবার কুছতকলিফ নেই হোবে, আমি খেতে দেবো। আপনাকে আমিরেখে দেবো এখানে। মৌজ-মে থাকবেন। খাবেন। আজসেরহ যাইয়ে। বড় খুশি হবো। দো-মনা মাৎ কিজিয়ে। একঠো ঘরআপ্কো দে দেঙ্গে বাসোকে লিয়ে। থাকতেই হবে আপনাকে।

ভবঘুরে আমি সেইদিন থেকে ভরহেচ্ নগরে স্থায়ীনাগরিক হয়ে পড়লাম।

বৃদ্ধ রামলাল ও আমি কখনো বৈঠকখানায়, কখনোবনের প্রান্তে বসে ভবিষ্যতের ছবি আঁকতাম। ভরহেচ্ নগরমস্ত জায়গা হবে...এখানে হবে সিমেন্টের কারখানা...ওখানে হবে কাঁচের কারখানা...এখান দিয়ে রাস্তা বেরুবে...বাসিন্দাভদ্রলোকদের জমি ওইদিকে হবে...কোনো কোনো জমিতেতরি-তরকারির আবাদ হবে ইত্যাদি। সবটাই আকাশ-কুসুম।কেউ আসবার কোনো আগ্রহ দেখালে না এখানে। দেখাবেও না, তা বেশ বুঝলাম।

ক্রমে আমি এদের পরিবারের সব খবর জানলাম।রামলাল ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র। কলকাতায় ওই বৃদ্ধের বড়কারবার ছিল, সে-সব বেচে দিয়ে এই ভরহেচ্ নগরের পত্তন হয়েচে।ব্যাঙ্কে এখনো অনেক টাকা। ছেলেরা কেউ রাঁচি, কেউবিকানীরে থাকে। বড়ছেলের পুত্র দরিরাম এই ভরহেচনগরেইবাস করে। সাবিত্রী বলে ছোট্ট খুকি তারই মেয়ে। পুত্রবধূর নামঅনসূয়া, খুব মোটা, মাঝে মাঝে ঝোলা ঘোমটা দিয়ে মোটরেকখনো রাঁচি, কখনো হাজারীবাগ যায়। রামলালের স্ত্রী নেই, অনসূয়া বাঈ খুব সেবা করে। আরো তিন-চারটি নাতি-নাতনীআছে, তারা ঠাকুরদাদার বড় একটা ঘেঁষ নেয় না।

অনসূয়া বাঈ আমাকেও আড়াল থেকে বেশ আদর-যত্নকরে, সেটা আমি বুঝতে পারি। লোক এরা খারাপ নয়। ঘি, পুরী, চাটনি, বড় বড় লঙ্কার আচার, বজরার রুটি, হালুয়াকিশমিশ মিশ্রিত, দুধ খুব খেয়ে পনেরো দিনের মধ্যে আয়নায়নিজের মুখ আর নিজে চিনতে পারিনে। একদিন খেতে বসেচি, অনসূয়া বাঈ আড়াল থেকে বলে পাঠালে, আমি কত কম খাইকেন ?

আমি বললাম—সে কি ! কত খাবো ?খুব খাচ্চি।

খবর এলো—না, রাত্রে ওই ক'খানা পরোটা খেয়ে মানুষবাঁচে ?আরো বেশি খেতে হবে।

—মাসিমাকে বললো, তাঁর কথার ওপর আমি কথা বলতেপারিনে। তিনি যা বলবেন আমি করবো।

—বাঙালিরা খুব মছলি খায়, এখানে মছলি যখন মেলে না, তখন দুধ ঘিউ তার বদলে খুব খেতে হবে।

—যতটা পারি নিশ্চয় খাবো।

অনসূয়া বাঈয়ের যত্ন আমি ভুলবো না। যদিও কখনোআমার সামনে সে বেরোয়নি, তবু আমার সব-রকম সুখ-সুবিধাআড়াল থেকে এমন তদারক করতেও আমি কাউকে দেখিনি। এরা সত্যি একটি অদ্ভুত ভালো পরিবার।

এ ধরনের মানুষের দল যে এই স্বার্থপর পৃথিবীতে এ-সব দিনেও বর্তমান আছে, তা জানতাম না। আমাকে ওরা জমি দিয়ে বাস করাবে, আমার উন্নতি করে দেবে—রামলাল ব্রাহ্মণ এ-সব আশ্বাস কত দিতো আমাকে। রামলালের স্বপ্ন ভেঙে দিতে আমার কষ্ট হত। আমি বেশ দেখতে পেতাম ভরহেচ্ নগরের পরিণাম। এই বুড়ো যতদিন বেঁচে, ততদিন এই নগরীর আয়ু। তারপরেই এই ভরহেচ্ নগরের রাজপথে ছোটনাগপুরঅরণ্যের নামকরা বাঘের দল বায়ুসেবন করবে। অরণ্য তারপূর্ব অধিকার আবার পত্তন করবে। ওর ছেলেরা বিলাসী যুবক, এই জঙ্গলের মধ্যে এসে বাস করবার জন্যে তাদের রাত্রে ঘুমহচ্চে না!

কেউ এসে এখানে বাইরে থেকেও বাস করবে না।

কারণ যারা আসবে, তাদের উপজীবিকা হবে কি এ নির্জনঅরণ্যে ?ভরহেচ্নগর তোতাদের খেতে দেবেনা।রামলালেরমতো ব্যাঙ্কে টাকাও থাকবে না তাদের। এই প্রস্তর-সঙ্কুলমালভূমিতে চাষবাস করবে কিসের ?আর যারা সত্যিই রামলালের মতো ধনী, তারা শহরের শত সুখবিলাসের মোহ কাটিয়ে এই পাণ্ডব-বর্জিত স্থানে আসতে যাবে কেন ?ওরছেলেরাই তো আসে না !

রামলাল মাঝে মাঝে আমায় বলে—তোমার কি মনেহচ্চে ?লোক কতদিনের মধ্যে এখানে হবে ?

—শীগ্‌গির হবে।

—এক-একজন গৃহস্থকে কতটা জমি দেওয়া দরকার ?

—কতটা মোট জমি আপনার ?

—দেড়শো বিঘা। দরকার হোনেসে আউর বন্দবস্তকরেঙ্গে।

—ধরুন, পাঁচ বিঘে !

—তিন বিঘা হাম ঠিক কিয়া।

—জলের কি ব্যবস্থা হবে ?

—ইন্দারামে ইলেকট্রিক ও পাম্প বসা দেগা, তামামজায়গামে পানি সাপ্লাই হোগা—কুছ ভি নেহি—ওসব ঠিক হোযায়গা।

-ঠিক আছে।

—তোমায় সব দেখাশুনো করতে হবে।

—নিশ্চয় করবো। আনন্দের সঙ্গে করবো।

এ ধরনের কথা প্রায়ই হত।

মুখে যাই বলি, বুড়ো রামলালের জন্যে আমার দুঃখ হয়।মনে যা আসে কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারিনি।

অনসূয়া বাঈ একদিন খাবার সময় বলে পাঠালে— থোকা-ফলের তরকারি খাবে ?

—সে আবার কি ?

বিকানীরে হয়। শুকনো ফল দেশ থেকে এসেচে, ভিজিয়ে রেখে তরকারি হবে। খেয়ে দেখো, খুব ভালো।

—মাসিমা যখন বলচেন, নিশ্চয়ই খাবো।

ওদের তরকারির কোনোটাই আমার ভালো লাগে না।অন্য ধরনের রান্না, বাংলাদেশের মতো খেতে নয় কোনোটাই। তবে ঘি আর দুধের প্রাচুর্যে সব মানিয়ে যেতো। দিনকতক পরে ভাবলাম, এখানে বসে বসে খাচ্চি কেন, এদের কি উপকারআমি করচি এর বদলে ?ওরা আমায় যে কাজের জন্যেরেখেচে ?সে কাজ কোনোদিনই তো হবে না এদের।

রামলালকে বললাম—আমি কি করবো, বলুন ?

—কামকা-ওয়াস্ত ঘাবড়াও মাৎ, বহুৎ কাম মিল জায়গা।

—সাবিত্রীকে কেন পড়াই না ?

—কিপড়াবে ?

—ইংরিজি, বাংলা !

—হাঁ, ও হোনেসে বহুৎ আচ্ছা। পঢ়াও।

অনসূয়া বাঈ খুব খুশি। মেয়েকে খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে। আমি মন দিয়ে তাকে পড়াতেশুরু করি। মুখে মুখে ইতিহাস শেখাই, গ্রহনক্ষত্রের কথা বলি।সাবিত্রী তেমন বুদ্ধিমতী নয়, পড়াশুনোর দিকে মন নেই তার।অনিচ্ছার সঙ্গে বসে বসে কথা শুনে যায়, শুধু ঘাড় নাড়ে।ওদের একটি ছেলের একবার অসুখ হয়েছিল, রাঁচি থেকেডাক্তার নিয়ে এলাম, ওষুধ নিয়ে এলাম। নানারকম চেষ্টা করিওদের সেবা করতে।

সারা বছর এইভাবে কেটে গেল।

ভরহেচ্ নগরের জনসংখ্যা আমি এসে সেই যেবাড়িয়েছিলাম, তারপর আর বাড়লো না।

একদিন অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রে নগরতোরণের পাশে প্রস্তর-বেদিকায় ব'সে আমি একা একা, এমন সময় দেখি, অনসূয়াবাঈ প্রশস্ত রাজপথে পদচারণা করতে করতে তোরণেরকাছে এসে আমায় দেখে থমকেদাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে গেল।

আমি বেদি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম— মাসিমা!

অনসূয়া হিন্দিতে বললে—এখানে একা বসে যে ?

—এই একটু বসে আছি।

—খাওয়া হয়েচে, পেট ভরেচে তো ?

—দেখুন তো ! আপনি প্রায়ই অমন বলে পাঠান, আমারলজ্জা করে।

—এখানে আছো, তোমার মা নেই কাছে, আমাদেরদেখতে হবে না ?

—মায়ের জাত আপনারা। ঠিক কাজ আপনাদের।

—সাদি করোনি কেন ?

—কি খাওয়াবো বলুন ! আমি তো আপনাদের দয়ায় খেয়ে বেঁচে আছি।

—বেটা, এ-রকম কথা বোলো না, শুনলে কষ্ট হয়। তুমিকি আমাদের পর ?আমাদের ঘরের একজন।

—সে আপনাদের দয়া।

—কিছু না বেটা। তোমাকে সাদি দিয়ে এই ভরহেচ্ নগরেবাস করাবো।

আবার সেই আকাশকুসুম। আবার ভরহেচ্নগরের কথা।ওদের মন কি সুন্দর ! কত জায়গায় গেলাম, এদের মতো মন কোথাও পেলাম না। অনসূয়া বাঈ হেসে চলে গেল, আমাকে বলে গেল—ঠাণ্ডায় আর বেশিক্ষণ বসে থেকো না, বোখার এসে যাবে। তা-ছাড়া এত রাত্রে ফটকের বাইরে বসে থাকাওনিরাপদ নয়, বাঘ না আসে, ভালুক আসতে পারে।

আমি পেছন থেকে ডেকে বললাম—শুনুন, ও মাসিমা ?বাঘ দেখেচেন এখানে কোনোদিন ?

—দু-তিন দিন। বড়কা বাঘ। রাঁচি থেকে আসবার পথে দেখেচি, মোটরের হেডলাইটের সামনে। এই ফটকের বাইরেএই রাস্তার ওপরে সন্ধের পর দেখেচি। তুমি চলে এসো— শোনো আমার কথা।

—যাচ্চি এখুনি।

অনুসূয়া চলে গেল, কিন্তু আমি তখনি উঠতে পারলাম না। নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রের শোভার সঙ্গে মিশে গেল হারানোমায়ের কথা। মেয়েরা হচ্চে আসলে মা, তারপর অন্য কিছু।কি ভালো লাগলো সে-রাত্রে অনসূয়া বাঈয়ের স্নেহসিক্ত ওইসামান্য দুটি কথা।

তারপর আমি একা কতক্ষণ তোরণের বহির্ভাগে সেইবেদিটায় বসে রইলাম। হু-হু বাতাস বইছে, সপ্তপর্ণ-পুষ্পেরউসুবাসভেসেআসচেবনেরদিকথেকে,হৈমন্তী-জ্যোৎস্নাস্নাতএই বনান্তস্থলী স্বপ্নপুরীর মতো মায়া বিস্তার করেচে এই বৃদ্ধরামলালের মনে, অনসূয়া বাঈয়ের মনে, সাবিত্রীর মনে....

কিন্তু আমার এ বিলাস কেন ?ওরা বড়লোক, ওদের সবসাজে, সব মানাবে। আমি এখানে পড়ে থাকবো ওদের মায়ায়, ভরহেচ্ নগরের নাগরিকের অধিকার নিয়ে— তাতে কি আমারপেট ভরবে ?

বাড়িতে আমার আত্মীয়স্বজন আছে, আমায় বিয়ে-থাওয়াকরে সংসার করতে হবে...মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা, সবই করতে হবে আমাকে। এখানেদুটি বেলা শুধু উদর পূরণের জন্য পড়ে আছি, বেতনের দাবি করবো কোন্ মুখে ! কোনো কাজই এখানে করি না, কেবলসাবিত্রীকে একটু-আধটু পড়ানো ছাড়া। তার বদলে তো এরারাজভোগ দু'বেলা জোগাচ্চে।

যেতাম হয়তো একদিন।

কিন্তু বড় জড়িয়ে পড়েচি এদের সকলের মায়ায়।বৃদ্ধ রামলাল ব্রাহ্মণকে আমার বুড়ো বাবার মতো মনে হয়।সেইরকম খামখেয়ালী, সেইরকম স্নেহশীল। সাবিত্রীকে ছোটবোনের মতো লাগে। অনসূয়া বাঈ নিতান্ত সরলা মহিলা, তেমনি স্নেহময়ী। মা মারা যাওয়ার পরে এমন স্নেহযত্ন আমিনিজের মামারবাড়ি পাইনি, কাকার

বাড়ি পাইনি, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি পাইনি। অনাত্মীয় জগতের নির্মমতারমধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় না, আর শুধু সেইজন্যেই যাই-যাই করেও এতদিন যাওয়া হয়নি।

অনেক রাত্রে এসে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা। এইভাবেই দিন কাটে। আলস্য এসে জোটে, কোনো সঙ্কল্পই দানা বাঁধে না—কাজে পরিণত করা তো দূরের কথা !

রামলাল আমায় বললে—আরে তোমায় একখানা ডেরাকরিয়ে দেবো ?

দু'জনে সকালে বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিল।

-কেন ?

—নিজের ঘর না হোলে মন টেকে না।

—আপনাদের ঘর কি আমার ঘর না ?

—ও তো একটা কথার কথা হল।

—মোটেই কথার কথা নয়, আমি তাই ভাবি।

—সে তো বহুৎ আচ্ছা। তাহোলে একঠো সাদি করিয়েআনো।

-বাবারে ! নিজের চলে না, আবার সাদি !

—তুমিকরিয়ে নিয়ে এসো, আমি যতদিন আছি, সব-কিছুকরিয়ে দেবো। সে ভাবনা আমার।

—আমাকে এখানে বরাবর রাখতে চান ?

বৃদ্ধ রামলাল বিস্ময়ের সুরে আমার মুখের দিকে তাকিয়েবললে—নেই রহিয়ে গা তো যায়গা কাঁহা ?ইস্‌কো মানে ক্যা হ্যাঁয় ?তুমি তো আছই এখানে !

—কেন, নিজের দেশে যাবো ?

—কাহে যায়গা ?জমি আমি করিয়ে দেবো, ঘর-ভি তৈয়ার করিয়ে দেবো। সাদি-উদি করিয়ে, বহুকো ইহাপরলেকে আওগে।

—সে বেশ মজার কথা।

—যো কুছ বাত বলব, তো মজাকা কথা ছোড় কর দুস্‌রাতরহ বাত মুখ থিকে বাহার নেই হোবে ! কেনা রোজ তুম্হিয়াপর হ্যাঁয় ?

—দু বছর হবে সামনের ফাল্গুন মাসে।

—ব্যাস্‌, তব্‌ তো হইয়ে গেলো। তুমি আমাদের আদমিবন্‌ গেলো। দু'বছর যখন এখানে থাকা করিয়েসে, তখনতোমাকে এখানে ঘর বানানে পড়েগা, সাদি-কর্‌নে পড়েগা।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ রামলাল খিলখিল্‌ শব্দে হেসেইখুন ! এও একটি আস্ত পাগল। বাইরের জগতের কোনো সন্ধানরাখে না, নিজের মধ্যেই আত্মসম্পূর্ণ হয়ে বেশ একটি মায়ারনীড় রচনা করে ঊর্ণনাভের মতো তার কেন্দ্রে বসে আছে। কি চমৎকার, কি সুন্দর জালটি বুনেচে ! নাঃ, বড় ভালো এরা।

সে ফাল্গুন মাসও কেটে গেল। সেই জনহীন মালভূমিরবনে বনে পলাশের ফুল আগুনের বন্যা নিয়ে এলো, মহুয়া ফুল নিয়ে এলো মাতাল-মধুর বন্যা। কুরচি আর করন্ধা নিয়েএলো সুগন্ধের বন্যা। অথচ কেউ দেখলো না সেই অপরূপঋতু-উৎসব, কোনো দিকে তার খবর গেল না—খানিকটাদেখলে বুড়ো রামলাল, আওড়ায় রামচরিতমানস থেকে—

শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী—

আর অবিশ্যি খানিকটা দেখলুম আমি।

কিন্তু সেই বসন্তে যেমন প্রাণ চঞ্চল হল, মনও উতলাহল আমার। চলে যেতে হবে এখান থেকে আমাকে। আমিবুড়ো রামলাল নই, অনসূয়া বাঈয়ের মতো বড়লোকের বৌনই—আমার ভবিষ্যৎ আছে, এখানে যতই ভালো লাগুক, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এখানে থাকলে।

অনসূয়া বাঈ আমাকে বলে পাঠালে, তার সঙ্গে মোটরেরাঁচিতে যেতে হবে। এর আগেও দু'একবার হাজারিবাগেগিয়েচি। যেবার সঙ্গে টাকাকড়ি বেশি থাকে, সেবার আমাকে নেয়।

এবার ঠিক করলাম, রাঁচি গিয়ে পালাবো।

তারপর কি কাণ্ডটাই হল ! রাঁচি বড় পোস্ট অফিসের সামনে আমি গা-ঢাকা দিলাম। অনসূয়া বাঈ তার দেওরের গদিতে গিয়েচে কি কাজে—মোটর ওখানেই ছিল। ফিরে এসে দেখলে, আমাকে ওর চাকর ও ড্রাইভার খোঁজাখুজি করচে। ওধরে নিলে, আমি গেঁয়োলোক, শহরে এসে হারিয়ে গিয়েচি। গদিতে গিয়ে জানিয়ে তোলপাড়করলে—টাকাপয়সা পুলিশ ওলোকজনের সাহায্যে রাঁচি শহর—মা যেমন হারানো সন্তানকেখোঁজে, তেমনি করে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ওলোকবল দিয়ে আমাকে। খুঁজে বারও করলে রাঁচি-চক্রধরপুরসার্ভিসের বাস থেকে। এর কৈফিয়ত দিতে হল নানা রকমেবানিয়ে।ঘটনারদু-তিন সপ্তাহ পর পর্যন্ত এ নিয়ে অনসূয়ারকত কথা আমার সঙ্গে। অনসূয়া বলতো-রাস্তা চিনতে পারলে না ?

—না।

—তখনকি করলে ?আমাদের গদির ঠিকানা মনে এলো?

—নাঃ

—আহা, তখন তোমার মনে কি হল ?আমি জানতাম নাতুমি ওরকম—আর কখনো তোমাকে রাঁচি নিয়ে আসবো না।

—তাই তো...

—মোটরবাসে উঠেছিলে কেন ?

—ভাবলাম ভরহেচ্ নগরে যাই, ভুল হয়ে গেলসেখানেও।

অনসূয়া বাঈ ও ওরা এই ঘটনার পরে যেন আমাকে বেশি করে জড়িয়ে ধরলে। আমিও ওদের আঁকড়ে ধরলাম।এত যখন ওদের স্নেহ তখন আর কোথাও ওদের ছেড়ে যাবোনা। যা ঘটে ঘটুক ভবিষ্যতে, রইলাম এখানেই।

বৈশাখ মাসের শেষ—ভীষণ গরমের পর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে কুরচিফুলের সুবাস ভেসে আসছে বন থেকে।

রামলাল আমায় ডাকিয়ে বললে–পেট-মে থোড়া দরদউঠা হ্যায়, দেখো তো ই-ধার আ কর—

রামলালের মুখ-চোখের অবস্থা যেন কেমন-কেমন। রাত্রে কিছু খেতে বারণ করলাম। বুড়ো বয়সের অসুখ...ক্রমেই পেটের ব্যথার বৃদ্ধি...তার সঙ্গে জ্বর।

সে-রাত্রে বুড়ো আমায় বললে-বেটা, তুমি এখানে রইলে। সব ভার তোমার ওপর। এ জায়গাতে লোক বসাবে।বড় সুন্দর জায়গা এটা, তোমরা ছেড়ো না।

—আপনি মনে ভয় খাচ্ছেন কেন ?অসুখ সেরে যাবে। আমি রাঁচি চলে যাচ্চি এখুনি, ডাক্তার আনি—

—ও-সব বাত ছোড়া। আমার বড় সুখ চৈন সে দিন বীতগিয়া এই বনের মধ্যে। তুলসীজি বলিয়েসেন-শোভিত দণ্ডককি রুচি বনী—

আচ্ছা থাক্ ও-সব কথা। এখন আমাকে ডাক্তার আনতেযেতে হবে।

শেষরাত্রে রামলাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। কথা বন্ধহয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর দু ঘণ্টা আগে, নয়তো ও ঠিক ভরহেচ্নগরের কথা বলতো।

এর পরের কথা খুব সংক্ষিপ্ত। অনসূয়ার স্বামীএসেএদের নিয়ে গেল। অত বড় বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ রইলো না। আমি ছিলাম বৃদ্ধ রামলালের মৃত্যুর সময়ের ছবি মনে করে। অনসূয়া বাঈ আমাকে থাকতে বলেছিল। থাকতামহয়তো, দুমাস পরে ভরহেচ্ নগর বিক্রি হয়ে গেল ওদেরফার্মের দেনার দায়ে। বন আবার নগরীকে গ্রাস করেছে।